79

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ [illegible] AUG 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

বাংলাদেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষা –একটি প্রস্তাবনা

কৃষিবিদ মোঃ ইয়াসিন আলী

১৯৩৯ সালে শের-ই-বাংলা একে ফজলুল হক তৎকালীন গবেষণা ফার্ম বর্তমানে শের-ই-বাংলা নগরে কৃষি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৪১ সালে প্রথম ব্যাচ বিএজি ডিগ্রী কোর্সে ছাত্র ভর্তি করা হয়। তৎকালীন বিএজি কোর্সের মেয়াদ ছিল উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) (১) পদার্থ বিদ্যা, (২) রাসায়ন, (৩) অঙ্ক অথবা বোটনি পাসের পর ২ বছর বিএসসি (কৃষি অনুষদ) পাস করার পর ২ বছর বিএজি ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের পর ৪ বছর মেয়াদের বিএসসি, বিএজি ডিগ্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হতে প্রদান করা হতো। প্রথম ২ বছর মৌল বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, বোটনি, প্রাণিবিদ্যা, পরিসংখ্যান এবং কৃষিবিদ্যার অন্যতম বিষয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই পড়ানো হতো এবং শেষ ২ বছর তেজগাঁও কৃষি ফার্মে অবস্থিত কৃষি কলেজে ছাত্ররা বিএজি কোর্সে অধ্যয়ন করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগটি তৎকালীন কৃষি বিভাগের আর্থিক অনুদানে কেবলমাত্র কৃষি অনুষদের ছাত্রদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। কৃষি অনুষদের ছাত্রদের মৌল বিজ্ঞানের ভিত্তি জোরদারকরণ এবং আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য উল্লিখিত উচ্চতর কৃষি শিক্ষার সিস্টেম চালু করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সাল হতে কৃষি ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাসের পর ৩ বছর একক বিএজি কোর্স (B.Ag. Course) প্রবর্তন করা হয় এবং ঐ কোর্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ অযৌক্তিকভাবে তৎকালীন উপাচার্য বিলুপ্ত করে ঢাকা কৃষি কলেজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধিভুক্ত কৃষি কলেজে Down-grade করা হয়, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল অনুষদ ও চিকিৎসা অনুষদ চালু অব্যাহত থাকে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে কেবলমাত্র উচ্চতর কৃষি (মৃত্তিকা ও শস্য, পশুপালন, মৎস্য, কৃষি অর্থনীতি, পশু চিকিৎসা ও কৃষি প্রকৌশল শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৯৬১ সালে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ঢাকা কৃষি কলেজের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পূর্বের ন্যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন থাকায় পরবর্তীতে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ স্থাপন করা হয়। অত্র কলেজগুলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এদের প্রশাসন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

অধুনা রাজশাহী জেলায় একটি বেসরকারী কৃষি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কলেজটিকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারের আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স অধ্যয়নের জন্য গাজীপুর জেলার সালনায় ইপসা (Institute of Post-Graduate Studies in Agriculture) তথা স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

উন্নত দেশসমূহ যথা- যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান অনুষদের অনুরূপ কৃষি অনুষদও চালু আছে। এদের মধ্যে কেবলমাত্র নেদারল্যান্ড ও সুইডেনে একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চালু আছে। জাপানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৬০টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ কৃষি অনুষদ চালু আছে। এছাড়া ৪টি পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১টি মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। ইন্দোনেশিয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২২টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ চালু আছে। অনুরূপভাবে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স এবং চীনে পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ চালু আছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৪ সালে Land Grant Act অনুসরণ করে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে কৃষি ও মেকানিক্যাল কলেজ (Agriculture and Mechanical College) স্থাপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে অত্র কলেজগুলোকে কৃষি ও মেকানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Agriculture and Mechanical University) উন্নীত করা হয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোতে কৃষি অনুষদের ৩টি শাখা রয়েছে যথা- কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা এবং কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ। রাজ্য পর্যায়ের উচ্চতর কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের দায়িত্ব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বলা যায়, কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ/প্রযুক্তি হস্তান্তর ৩টি পৃথক ধারার একক সমন্বয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে।

ভারতে ১৯৬০ সালে Joint Indo-American Agricultutre Education Commission-এর সুপারিশে প্রতিটি রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো অনুসরণ করে একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মূলত একটি চালু কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চত্বরে উন্নীত করে নির্বাচিত ২/৩টি কৃষি কলেজকে বহিরাঙ্গন চত্বরে (শর্ণর উটবযন্ত্র) উন্নীত করার পর বাকি কৃষি কলেজগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ২৬টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এছাড়া কোন কোন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি অনুষদ চালু আছে। উল্লেখ্য যে, বিহার রাজ্যে ২টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি এবং মহারাষ্ট্রে ৪টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছ। পাকিস্তানে লায়ালপুর কৃষি কলেজকে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিন্ধু প্রদেশের টেন্ডজাম কৃষি কলেজকে সিন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেশওয়ার কৃষি কলেজকে পেশওয়ার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে কোন কৃষি কলেজে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম চালু নেই। কেননা, কৃষি কলেজসমূহ হতে নিম্নমানের শিক্ষক দ্বারা কাঙ্ক্ষিত উচ্চমানের কৃষি গ্র্যাজুয়েট/কৃষিবিদ তৈরি করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে স্নাতক পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এছাড়াও ইতোপূর্বে ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণে চালু ছিল। এদের শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করে বিআইটি (Bangladesh Institute of Technology) নামকরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি বিআইটি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম ও গাজীপুর) এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইপসা মূলত বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে স্বতন্ত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতির নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের ত্বরিৎ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র অথবা ভারতীয় কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো অনুসরণ করে বাংলাদেশের প্রধান ৪টি কৃষি অঞ্চলে ৪টি পৃথক কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খোলার জন্য সমিতির পক্ষ হতে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৫ বরাবর স্মারকলিপি পেশ এবং সাক্ষাতকার গ্রহণ করে।

(চলবে)